

তারিখ: ২০.০৯.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম বিভাগ ট্যাংকলরী মালিক সমিতির উদ্যোগে ঈদে মিলাদুলন্নবী (সা.) উদযাপন।

মহানবীর আগমনে অসত্যতার অন্ধকারমুক্ত হয়েছে পৃথিবী: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম বিভাগ ট্যাংকলরী মালিক সমিতির উদ্যোগে পবিত্র ঈদে মিলাদুলন্নবী (সা.) উপলক্ষে এক মেজবান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) নগরীর আগ্রাবাদ এক্সেস রোডস্থ আব্দুল্লাহ কনভেনশন হলে এ আয়োজন করা হয়। এতে সমিতির নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্টজন ও ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের উপস্থিতিতে এই আয়োজন সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আগমনে বিশ্বের অন্ধকার দূর হয়ে আলোর প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়েছিল। কোরআনুল কারিম মানবতার চিরন্তন দিকনির্দেশনা। যুগে যুগে বহু ধর্মগ্রন্থ নাজিল হলেও সময়ের ব্যবধানে সেগুলো পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু আল কোরআনের একটি অক্ষরও পরিবর্তন হয়নি এবং কেয়ামত পর্যন্ত পরিবর্তন হবে না। তাই শুধু কোরআন পড়লেই হবে না, বরং প্রতিটি আয়াতের মর্মবাণী বুঝে জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, নামাজ ইসলামের স্তম্ভ। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় শুধু ধর্মীয় দায়িত্ব নয়, বরং বৈজ্ঞানিকভাবেও প্রমাণিত হয়েছে যে নামাজ আদায় শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। করোনাকালীন সময়ে মানুষ যেমন অক্সিজেন সংকটে বিপর্যস্ত হয়েছিল, তেমনি নামাজ ও কোরআনের শিক্ষার অভাবও মানুষের জীবনে নানা সংকট তৈরি করে।



নবী করীম (সা.) এর জীবনাদর্শের উদাহরণ টেনে মেয়র বলেন, তিনি ছিলেন ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও মানবিকতার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। পাথর নিক্ষেপে আহত হয়েও তিনি আল্লাহর কাছে শত্রুদের হেদায়েতের দোয়া করেছেন। এমনকি যারা পথে কাঁটা বিছিয়ে তাঁকে কষ্ট দিত, অসুস্থ হলে তিনি তাদের সেবায় ছুটে যেতেন। এর মধ্য দিয়েই প্রতিভাত হয় মহানবীর করুণা, ক্ষমাশীলতা ও মহৎ মানবিকতা। এসময় আরো উপস্থিত চট্টগ্রাম বিভাগ ট্যাংকলরী মালিক সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব মোঃকামাল উদ্দিন, মহাসচিব আলহাজ্ব মোঃ আবু তৈয়্যব, কার্যকরি সভাপতি মোঃ জাহাঙ্গীর আলম মজুমদার, যুগ্ম মহাসচিব মোঃ আব্দুল মুমিন, আবু তাহের, মাস্টার উদ্দিন, ইকবাল হোসেন রাজু।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময়কালে চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য চাই উৎসবমুখর নির্বাচনী পরিবেশ

আসন্ন জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হতে হলে উৎসবমুখর নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৪টা থেকে ৪টা ৪৫ মিনিটে টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি নির্বাচনী তথ্য-অনুসন্ধানী প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি এ মন্তব্য করেন। প্রতিনিধি দলের প্রধান প্রতিনিধি সিনিয়র ইলেকশন এক্সপার্ট রিকার্ডো সেলেরির (Riccardo Chelery) নেতৃত্বে ৭-সদস্যবিশিষ্ট দলে ছিলেন হেড অব সেক্টর (বেলজিয়াম) রেজিনাল্ড সোয়েনেন (Reginald Soenen), পলিসি অফিসার, (জার্মানি) ফ্রেডেরিক শুম্যান (Frederik Schumann), টিম লিডার (সুইডেন) মেটে বাকেন (Mette Bakken), লিগ্যাল এক্সপার্ট (অস্ট্রিয়া) জোয়াকিম ম্যানুয়েল ওয়ালি (Joachim Manuel Wally), লজিস্টিকস এক্সপার্ট (পর্তুগাল) টেরি মারে পিন্টো (Terry Murray Pinto), সিকিউরিটি এক্সপার্ট (যুক্তরাজ্য) ইয়ান জেমস মিলার (Ian James Miller)। প্রতিনিধি দলটি আগামী জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু করতে হলে করণীয় সম্পর্কে মেয়রের ব্যক্তিগত মতামত জানতে চাইলে মেয়র বলেন, “আমার মতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য উৎসবমুখর পরিবেশ অপরিহার্য। এজন্য ১০টি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। তা হল স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন তথা নির্বাচন কমিশনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে হবে। সব দলের জন্য সমান সুযোগ তথা শাসক দল রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহার করবে না এবং বিরোধী দলগুলোকে ভয়ভীতি ছাড়া প্রচার চালাতে দিতে হবে।” সঠিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভোটার তালিকা তথা হালনাগাদ ও নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করতে হবে যাতে সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বাদ না পড়ে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিরপেক্ষতা তথা পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, প্রশাসনসহ সব বাহিনীকে অরাজনৈতিক থাকতে হবে। তাদের ভূমিকা হবে নিরাপত্তা দেওয়া, ভয় সৃষ্টি নয়। মুক্ত গণমাধ্যম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা তথা সাংবাদিকরা যেন নির্ভয়ে নির্বাচন কাভার করতে পারেন। গণমাধ্যমকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে।” মেয়র আরো নিশ্চিত করতে বলেন, সক্রিয় নাগরিক

সমাজ ও পর্যবেক্ষক তথা দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকদের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। নাগরিক সমাজকে ভোটার সচেতনতা ও অনিয়ম প্রতিবেদন করার সুযোগ দিতে হবে। স্বচ্ছ নির্বাচনী প্রক্রিয়া তথা মনোনয়ন থেকে ভোট গণনা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ স্বচ্ছ হতে হবে। বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা তথা নির্বাচনী বিরোধ দূত ও নিরপেক্ষভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি তথা শাসক ও বিরোধী দলকে সহনশীলতা ও শান্তিপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করতে হবে। ভোটার শিক্ষা ও অংশগ্রহণ তথা ভোটারদের তাদের অধিকার ও ভোটদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। এ ১০ টি বিষয় নিশ্চিত করতে পারলে উৎসবমুখর নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত হবে যার ফলে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে।এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চসিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা, প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান এবং প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির চৌধুরী।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)

জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮